## 2ND PAPER (P.G)

### 1..A) শিক্ষামনোবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? শিক্ষামনোবিজ্ঞানের আধুনিক প্রবনতার ক্ষেত্র প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।

**(Definition of Educational Psychology)**

শিক্ষা ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে যে সব নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যায় তাই নিয়ে গড়ে উঠেছে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। শিশুর সামনে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি কোনো প্রকারে তুলে ধরলেই তারা তা গ্রহণ করে না। কীভাবে শিক্ষা দিলে অর্থাৎ কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিশুমন তা সাগ্রহে গ্রহণ করবে, কে কোন বিষয় কতটুকু নিতে পারবে, শিশুমন কী প্রতিক্রিয়া করে, শিক্ষার বিষয়ে তার আগ্রহ, উদ্দীপনার সামর্থ্য ও প্রবণতা কতটুকু, এই সমস্তই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিচার্য বিষয়। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন সাধারণভাবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান হলো মনোবিদ্যার প্রয়োগমূলক সেই শাখা যা মানুষের বা ব্যক্তির শিক্ষাকালীন আচরণকে অনুশীলন করে থাকে। মনোবিদ সি. এইচ্. জাড্ (C. H. Judd) বলেন, "শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হলো সেই বিজ্ঞান যা ব্যক্তির জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিকাশের বিভিন্ন স্তরে যে পরিবর্তন ঘটে তার বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করে থাকে" (Educational Psychology may be defined as the science which describes and explains the changes that take place in individuals, as they pass through various stages of development from birth to maturity) | মনোবিদ কোলেসনিক্ (W. B. Kolesnik) শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সঠিক ব্যাখ্যা ও উন্নতি সাধন করতে পারে মনোবিজ্ঞানের যে সব-তত্ত্ব ও নীতি সেগুলির অনুশীলনই হলো শিক্ষা মনোবিজ্ঞান" (Educational Psychology is the study of those facts and principles of Psychology which help to explain and improve the process of education.)। একইভাবে মনোবিদ Skinner (1958 )-এর মতে শিক্ষামনোবিজ্ঞান হলো মনোবিজ্ঞানের সেই শাখা যা শিখন এবং শিক্ষণ নিয়ে অনুশীলন করে (Educational psychology is that branch of psychology which deals with teaching and learning)!

### শিক্ষামনোবিজ্ঞানের আধুনিক প্রবনতার ক্ষেত্র প্রসঙ্গে আলোচনা করুন|

**(Modern trends in Educational Psychology)**

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই দেখা যাচ্ছে শিক্ষা-মনোবিদ্যা বিষয়টির দ্রুত উন্নয়ন ঘটেছে, শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতিরও আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এই সময় মনঃসমীক্ষণ, মনোবিদ্যার সমগ্রতাবাদ এবং শিক্ষায় পরিমাপ এই তিনটি উপাদান বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শিশুর শিক্ষার সক্ষমতার ক্ষেত্রে তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা ও তার প্রভাব, অন্তর্দৃষ্টি ও বোধগম্যতা এবং বুদ্ধি অভীক্ষার ব্যবহার পর্যায়ক্রমে মনঃসমীক্ষক, সমগ্রতাবাদ এবং শিক্ষার পরিমাপ বা মূল্যায়ন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। 1950-এর দশকে শিক্ষামনোবিদ্যার নীতিগুলি শ্রেণি-শিখনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ শুরু হয়; ব্যাপকভাবে গবেষণা কার্য শুরু হয়; শিক্ষণ-শিখন মডেল (Teaching-Learning model) আবিষ্কৃত হয়। শিশুর শিক্ষার জন্য তার আগ্রহ, ব্যক্তিত্ব, চাহিদা, বুদ্ধি প্রভৃতি পরিমাপের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। B. F. Skinner, Piaget, Bruner প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের পরীক্ষালব্ধ তত্ত্ব, মডেল যেমন educational technol ogy, programmed instruction, computerised instruction, instructional design এবং জ্ঞানমূলক বিকাশের স্পষ্ট ব্যাখ্যা আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষা-মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে। নিম্নে মনোবিদ্যার আধুনিক প্রবণতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে উল্লেখ করা হলো—

(i) শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য বা প্রাথমিক প্রবণতা অনুযায়ী নির্দেশনামূলক কার্যকারিতাকে ফলপ্রসু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীর শক্তি, সামর্থ্য, প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষণ-পদ্ধতিমুখী (Process oriented) দৃষ্টিভঙ্গিও গ্রহণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ পদ্ধতি-

PEARL COACHING CENTER

বিজ্ঞানকে উন্নত করার লক্ষ্যে আধুনিক মনোবিদ্যা নিরন্তর গবেষণা করে চলেছে। শিক্ষণ মডেলের (teaching model) উপর গুরুত্ব আরোপ করছে।

(ii) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও আত্মধারণা গঠনের উপর আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যা জোর দেয়। ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন সংলক্ষণ (traits) যা সরাসরি শিখন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে এবং আত্মবিকাশ, আত্মউপলব্ধি ও আত্মধারণা গঠনে সহায়ক হয়।

(iii) আধুনিক মনোবিদগণ ব্যক্তির মনোভাব, সংগতিবিধান, প্রাক্ষোভিক সাম্য, লিঙ্গগত মনোভাব প্রভৃতি নিয়ে আচরণগত মডেল (behavioural model) গঠন করার উপর বিশেষভাবে জোর দেন। শিক্ষার্থীর আচরণ কোনো বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিতে কীভাবে পরিবর্তিত হয় তার গাণিতিক বিচার-বিশ্লেষণের উপর আধুনিক মনোবিদ্যা জোর দেয়।

(iv) ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ব্যক্তির প্রেষণাকে কীভাবে প্রভাবিত করে এবং তার শিক্ষায় পারদর্শিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে সে সম্পর্কে নিরন্তর গবেষণা চলছে।

(v) আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা নিয়েই আলোচনা করে না, শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ ও নৈতিক বিকাশ ঘটানো নিয়েও চিন্তিত। সুষ্ঠু সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে সমাজকে রক্ষা করতে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যা প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে।

(vi) শিক্ষা-মনোবিদ্যার আধুনিক প্রবণতার অন্যতম দিক হলো শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক কার্যকারিতার (cognitive functioning) উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা, শিক্ষার্থীর নিজস্ব চিন্তন, মনন ও সক্রিয়তার মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে উপলব্ধি লাভ করা । কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটানো যাকে আমরা গঠনবাদ (constructivism) নামে অভিহিত করেছি।

(vii) উদ্বেগ, মানসিক চাপ একজন ব্যক্তির সুস্থ ও স্বাভাবিক সংগতিবিধানে কীরূপ প্রভাব ফেলে এবং কীভাবে এই উদ্বেগ ও মানসিক চাপকে অতিক্রম করা যায় আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার এটি একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

(viii) মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানও তার গবেষণাকার্যকে প্রভূত বিস্তৃত করেছে। নিজস্ব পরীক্ষাগারের উন্নয়ন, শিক্ষায় যন্ত্রের ব্যবহার, ভাষা-পরীক্ষাগার, আবিষ্কার, তথ্য এবং যোগাযোগ, কারিগরিবিদ্যা প্রভৃতি আজ শিক্ষামনোবিদ্যার অন্যতম অনুশীলন সামগ্রী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

**1.B) শিক্ষামনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব বিচার করুন। শিক্ষামনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা পদ্ধতিটি প্রয়োগ সহ আলোচনা করুন।**

**(Significance of Educational Psychology)**

শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও পরিধি বিষয়ক আলোচনা থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের তাৎপর্য তথা গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক কিছু ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণভাবে অধিকাংশ মানুষ মনে করেন শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শুধুমাত্র শিক্ষক ও শিক্ষাতত্ত্বের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য একটি বিষয় মাত্র। শিক্ষকদেরও এক অংশ মনে করেন শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের নীতি ও সূত্রগুলি সত্যি সত্যিই শিক্ষণ ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যায় না এবং তাঁরা সেই চেষ্টাও করেন না। এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের তাৎপর্য বিশেষভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন।

PEARL COACHING CENTER

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও সাফল্যের ক্ষেত্রে। কিন্তু তা ছাড়াও অন্য অনেকের কাছে, যেমন শিক্ষার প্রশাসক, অভিভাবক, নীতিনির্ধারক ইত্যাদির জন্যও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির পরিচিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য সকলের বেলায় গুরুত্ব সমান বা একপ্রকার নয়। সেই কারণে তা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে আসে শিক্ষকদের প্রসঙ্গ।

**শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষণকে তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক উভয় দিক থেকে সাহায্য করে।**

**(ক) তাত্ত্বিক দিক :**

**(1) ব্যক্তির বিকাশ সম্পর্কীয় তথ্য (Information about developmen of individual) :** শৈশব, বাল্যকাল এবং বয়ঃসন্ধিক্ষণ জীবন বিকাশের এই স্তরগুলি শিক্ষার্থীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের সময়। বিকাশের এই স্তরগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে জীবন বিকাশের এই স্তরগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকলে শিক্ষার অন্যত লক্ষ্য—শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু বিকাশে সাহায্য করা তাঁর অর্থাৎ শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়।

**(2) শ্রেণিকক্ষের শিখন সম্পর্কে জ্ঞান (Knowledge about classroom learning) -** শিক্ষা মনস্তত্ত্ব থেকে সাধারণভাবে শিখন প্রক্রিয়া এবং বিশেষভাবে শ্রেণি শিখনে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলি, শিখনের নীতি ও বৈশিষ্ট্য, শিখনের বিভিন্ন মতবাদ, শিখনের উপাদান ইত্যাদি সবই শিক্ষা মনস্তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি।

**(3) ব্যক্তিগত পার্থক্য (Individual difference) :** শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিগ একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণ, ব্যক্তিগত পার্থক্যকে ভিত্তি করে শিক্ষার্থী শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা, শিক্ষার্থীর সহজাত সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশের জন্য অনুকূ পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্যাদি সবই শিক্ষা-মনোবিদ্যায় আলোচিত হয়। এ সবই শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি।

**(6) মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান (Knowledge about mental health) -** শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়ার সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মানসিক সু-স্বাস্থ্য। মানসিক স্বাস্থ্য কী, কীভাবে মানসিক সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়, কী কারণে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে, মানসিক অসুস্থতার প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন প্রভৃতি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য শিক্ষা মনস্তত্ত্বে আলোচনা করা হয়। শিক্ষা মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান শিক্ষককে এ বিষয়ে সচেতন করে তোলে এবং অনেক কৌশলের সন্ধান দেয়, যার সাহায্যে শিক্ষক তাঁর কর্তব্য আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার দক্ষতা অর্জন করেন।

**(7) শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থিরকরণ (Framing educational objectives) :** শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থিরকরণে শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্যের পরিবর্তন ঘটে। চাহিদা ও সামর্থ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থির করলে তা নৈর্ব্যক্তিক ও বাস্তব হয়। ব্যক্তির চাহিদা ও সামর্থ্য সম্পর্কে তথ্য শিক্ষা মনস্তত্ত্ব থেকে সংগ্রহ করা যায়।

**(8) পাঠক্রম গঠন (Framing Curriculum) :** বিভিন্ন বয়সের জন্য পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান বিশেষভাবে প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও তার পূরণ শিক্ষার্থীদের বিকাশের প্রকৃতি, শিখন প্রক্রিয়া, সামাজিক চাহিদা ইত্যাদি সবই পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বর্তমান পাঠক্রম রচনায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদার এমনভাবে সমন্বয় ঘটানো হয় যাতে বিদ্যালয় থেকে সামাজিক পরিবেশে সর্বাপেক্ষা অধিক সঞ্চালন ঘটে।

**(9) শিক্ষণ ও শিখনের ফলে পরিবর্তনের পরিমাপ (Measuring change due to teaching-learning) :** শিক্ষণ ও শিখনের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে তার পরিমাপে মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষার ব্যবহার বর্তমানে খুবই প্রচলিত। অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা সম্পর্কে তথ্য অবগত হন যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের তার ফিডব্যাকের কাজ করে।

**(10) গবেষণা (Research) :** শিক্ষার্থীদের আচরণ এবং পারদর্শিতার উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ নির্দিষ্টকরণে গবেষণা করা হয়। এই গবেষণার জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রস্তুতকরণে শিক্ষা-মনোবিদ্যা বিশেষভাবে সাহায্য করে।

**(11) ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (Special education for exceptional children) :** প্রতিবন্ধী সমেত ব্যতিক্রমী ( প্রতিভাবান ও পিছিয়ে পড়া ) শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্টকরণে এবং তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে শিক্ষামনোবিদ্যা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

**(12) ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন (Development of positive attitude) :** শিক্ষা, শিক্ষালয় এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের প্রতি ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজন। এই ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে শিক্ষামনোবিদ্যা বিশেষভাবে সাহায্য করে।

**(খ) শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিদ্যার ব্যাবহারিক প্রয়োগ (Role of Educational Psychology in practical aspect of Education):**

**(1) শৃঙ্খলার সমস্যা (Problem of discipline ) :** দৈনন্দিন শ্রেণি-শিক্ষণে ছাত্র-শৃঙ্খলা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়মকানুন অনুসরণ করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় এর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। বর্তমান শিক্ষা-মনোবিদগণ এই ব্যবস্থার বিরোধী। তাঁরা বলেন, এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। যে শিক্ষক কঠোর শাস্তি দেন এবং তিনি যে বিষয়ে পাঠদান করেন উভয়ের প্রতিই শিক্ষার্থীদের অবাঞ্ছিত মনোভাব তৈরি হয় যা শিক্ষা-শিখনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বর্তমান শিক্ষা-মনোবিদগণের মতে, শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনবোধে লঘু শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, তবে তাও মনস্তত্ত্ব সম্মত হওয়া উচিত। ছাত্রের প্রকৃতি বুঝতে হবে, কী কারণে সে বিশৃঙ্খল আচরণ করছে তা অনুসন্ধান করার পরেই শাস্তির প্রকৃতি নির্ধারণ করা হবে। পাশাপাশি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

**(2) শিক্ষা প্রদীপনের ব্যবহার (Uses of teaching aids) :** পঠনপাঠনে শিক্ষা প্রদীপন ব্যবহারের সুফল শিক্ষা-মনোবিদ্যার গবেষণায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। শিল্প প্রদীপনের ব্যবহার একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর দ্রুত বিষয় আয়ত্তকরণে এবং ধারণা গঠনে সাহায্য করে, অন্যদিকে তেমনি বিষয়কে দীর্ঘ সময়ের জন্য মনে রাখতে সাহায্য করে।

**(3) গণতান্ত্রিক প্রশাসন (Democratic administration) :** প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক প্রশাসন উৎকৃষ্ট বলে সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক প্রশাসনই কাম্য, বিশেষ করে আমাদের দেশে, যেখানে শিক্ষার ভিত্তি হল গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক প্রশাসনে সকলের সঙ্গে বসে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মনস্তত্ত্বের ভাষায় গণতান্ত্রিক প্রশাসনে সকলেরই অহংবোধ তৃপ্ত হয়। ফলে কেউ নিজেকে বা নিজেদের অবহেলিত বলে মনে করে না। সকলেই তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

**(4) সময়তালিকা (Time table) :** বিজ্ঞানসম্মত সময়তালিকা প্রণয়নে মনস্তত্ত্বের জ্ঞান বিশেষভাবে সাহায্য করে। সময়তালিকায় কোন্ বিষয়ের পর কোন্ বিষয় রাখলে শিক্ষার্থীরা তাদের ক্ষমতা সর্বোচ্চভাবে প্রয়োগ করতে পারে এবং পশ্চাৎমুখী প্রতিরোধ ন্যূনতম হয় ; কখন টিফিন দিলে মানসিক ক্লান্তির অপনয়ন সম্ভব ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষা-মনোবিদ্যার নিকট আমরা পাই। আর এই জ্ঞান সময়তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন।

**(2) পরীক্ষণ পদ্ধতি (Experimental Method) :**

PEARL COACHING CENTER

কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে কোনো মানসিক প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার পদ্ধতিকে বলা হয় পরীক্ষণ পদ্ধতি। অর্থাৎ পরীক্ষণ হল সেই অবস্থায় পর্যবেক্ষণ যা পূর্ব থেকেই তৈরি করে রাখা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত অবস্থার মধ্যে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট মানসিক প্রক্রিয়ার অন্তদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। শিক্ষামনোবিজ্ঞানে এই পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের সাধারণ নিয়মগুলি হল—

**(i) বিভিন্ন চলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় :** এক্ষেত্রে যে অবস্থাগুলির মধ্যে কোনো একটি মানসিক অবস্থাকে পরীক্ষক পর্যবেক্ষণ করেন সেগুলি পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। তিনি পূর্ববর্তী অবস্থাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র একটি অবস্থার পরিবর্তন ঘটান ও অন্যান্য অবস্থাগুলিকে অপরিবর্তিত রেখে তার ফলাফল লক্ষ করেন। যে অবস্থাটির পরিবর্তন ঘটিয়ে ফলাফলের তারতম্য লক্ষ করা হয় তাকে পরীক্ষার নিরপেক্ষ চল (Independent variable) বলা হয় এবং অবস্থাটির পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় সাপেক্ষ চল (Dependent variable)। নিরপেক্ষ চলের পরিবর্তন ঘটলে সাপেক্ষ চলেরও পরিবর্তন ঘটবে।

**(ii) পর্যবেক্ষক নির্বাচন :** পরীক্ষণকার্যে দুজন পর্যবেক্ষক প্রয়োজন। একজন পরীক্ষক (Experimentar) এবং দ্বিতীয়জন হল পরীক্ষার্থী (Subject) অর্থাৎ যার আচরণ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। পরীক্ষক সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সৃষ্ট এক কৃত্রিম পরিবেশে পরীক্ষার্থীর উপর একটি উদ্দীপক প্রয়োগ করেন ও তার প্রতিক্রিয়ার বাহ্যিক প্রকাশ পর্যবেক্ষণ করেন। আর পরীক্ষার্থী অন্তর্দর্শনের সাহায্যে নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর অন্তর্দর্শনের এবং নিজের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পরীক্ষণ কার্যের ফলাফল নির্ণয় করেন।

**(iii) পরীক্ষার্থী নির্বাচন :** পরীক্ষণের সময় অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর প্রকৃতি পরিবর্তন করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাত্র একজন পরীক্ষার্থী গ্রহণ করা হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি পরীক্ষার্থীর দল গ্রহণ করা হয়। এক্ষের এই দলের উপর কিছুদিন উদ্দীপক প্রয়োগ না করে তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই ধরনের পরীক্ষণ পদ্ধতিকে বলা হয় একই দলের উপর পরীক্ষণ (Single group technique)। আবার একই পরীক্ষার জন্য দুটি সমান ক্ষমতাসম্পন্ন দল নির্বাচন করা হয়। তাদের একটির উপর উদ্দীপক প্রয়োগ করা হয় এবং অপরটির উপর উদ্দীপক প্রয়োগ না করে স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে রেখে তাদের প্রগতির হার তুলনা করা যায়। যে দলের উপর উদ্দীপক প্রয়োগ করা হয় তাকে বলা হয় পরীক্ষামূলক দল (Experimental group) এবং অপর দলটিকে বলা হয় নিয়ন্ত্রিত দল (Controlled group)। এইভাবে দুটি দল নিয়ে পরীক্ষণের পদ্ধতিকে বলা হয় সমদল অনুশীলন পদ্ধতি (Parallel group technique)। এই পদ্ধতির আর একটু উন্নত সংস্করণ হল পরিবর্তিত দলের পদ্ধতি (Rotation group technique)। এক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে দুটি দলকেই একবার পরীক্ষামূলক দল ও নিয়ন্ত্রিত দলের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়।

**1.ক) শিক্ষামনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষা উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করুন।**

**(Relation between Education and Psychology)**

আমরা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা করেছি; আমরা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুও আলোচনা করেছি। সেখানে দেখেছি শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান এই দুটি বিষয়ের মধ্যে শুধুমাত্র নিবিড় সম্পর্ক আছে তাই নয়, উভয় বিষয় পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানব সন্তানকে সুন্দর এবং সার্থক আচরণে অভ্যস্ত করাই হলো শিক্ষাতত্ত্বের উদ্দেশ্য। শিক্ষাতত্ত্ব হলো আচরণের প্রয়োগমূলক দিক আর মনোবিজ্ঞান হলো মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। আচরণের মৌলিক সূত্র আবিষ্কার করে মনোবিজ্ঞান আর শিক্ষাতত্ত্ব নতুন আচরণ সৃষ্টি করতে মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত এই নীতি-তত্ত্ব ব্যবহার করে থাকে। যাই হোক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুকে

PEARL COACHING CENTER

আরও সুস্পষ্ট করতে শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে চিহ্নিত করে আমরা এখানে আলোচনা করবো-

**(১) শিক্ষার লক্ষ্য ও মনোবিজ্ঞান :** শিক্ষাতত্ত্ব বা শিক্ষাদর্শন শিক্ষার লক্ষ্য ঠিক করে থাকে। শিক্ষার্থী কীভাবে এই সব লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করবে তা মনোবিজ্ঞানই আলোচনা করে থাকে। দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত আদর্শগুলি মানবমনের মৌলিক নীতিগুলিকে লঙ্ঘিত করছে কি না এইসব মনোবিজ্ঞানই স্থির করে থাকে।

**(২) শিক্ষার বিষয়বস্তু ও মনোবিজ্ঞান :** শিক্ষার বিষয়বস্তু কী হবে, এটা নির্ভর করে শিক্ষার দ্বারা আমরা কোন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করবো তার উপর। শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষাদর্শনের সাহায্যে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করে আর অন্যদিকে শিক্ষার এই বিষয়বস্তু শিশুর মানসিক বিকাশে কতটুকু সহায়ক, শিক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী কোন কোন বিষয় তাকে শেখাতে হবে, এইসব বিষয় মনোবিজ্ঞানই আলোচনা করে থাকে।

**(৩) শিক্ষার্থী ও মনোবিজ্ঞান :** আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্য, বুদ্ধি, অনুরাগ, প্রভৃতি জন্মগত বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষার্থীকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অনুশীলন করা হয়। এই সবই মনোবিজ্ঞানের গবেষণা প্রসূত বিষয়। শুধু তাই নয় শিশুকে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের জন্য মনোবিজ্ঞানের 'শিশু-মনোবিজ্ঞান' (Child Psychology) শাখা রয়েছে।

**(৪) পাঠদান পদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞান :** উপযুক্ত শিক্ষণ-পদ্ধতি শ্রেণি শিখনকে সার্থক করে তোলে। স্বল্প সময়ে কীভাবে অধিক বিষয়বস্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা যায়, কীভাবে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠে মনোযোগী করে তোলা যায়, আর কীভাবেই বা পাঠ গ্রহণে সক্রিয় করা যায় তার জন্য মনোবিজ্ঞান নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন আধুনিক ও গতিশীল পাঠ-পদ্ধতির আবিষ্কার করেছে। যেমন—হার্বার্ট এর পঞ্চসোপান পদ্ধতি, প্রজেক্ট পদ্ধতি, ডালটন প্ল্যান, ফ্রয়েবেলের কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

**(৫) ব্যক্তিবৈষম্য ও মনোবিজ্ঞান :** একজন ব্যক্তি, আর একজন ব্যক্তি থেকে দৈহিক, মানসিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই পার্থক্যকে বলা হয় ব্যক্তি বৈষম্য। এই বৈষম্য অনুযায়ী শিক্ষা আজ ব্যক্তিমুখী (individualised)। ডালটন প্ল্যান ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষারই এক শিক্ষণ পদ্ধতি। এই সব ধারণা মনোবিজ্ঞানেরই গবেষণা প্রসূত।

**(৬) শিখন ও মনোবিজ্ঞান :** মনোবিজ্ঞান শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু অনুযায়ী শিখনের বিভিন্ন সূত্র, নীতি-কৌশল আবিষ্কার করেছে আর আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞান সেগুলি যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণি শিখনকে সার্থক করে তুলছে।

**(৭) ব্যক্তির ক্রমবিকাশ ও মনোবিজ্ঞান:** শিক্ষা ব্যক্তির জীবনবিকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মনোবিজ্ঞান জীবনবিকাশের প্রতিটি স্তরের গ্রহণ ক্ষমতাকে বলে দেয়। আর শিক্ষা এই স্তর অনুযায়ী এগিয়ে যায়। আমরা যদি শিশুর মধ্যে পরিণত মানুষের বুদ্ধিশীলতা আশা করি এবং সেইভাবে যদি শিক্ষাদান করি তবে শিক্ষা সেখানে ব্যর্থ হবে। সুতরাং এই স্তর বিন্যাস অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া মনোবিজ্ঞানের গবেষণা প্রসূত।

**1.খ) শিক্ষামনোবিজ্ঞান কে সমন্বয়ী বিজ্ঞান বলা হয় কেন। শিক্ষামনোবিজ্ঞানের বিকাশমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি( genetic method) এবং মানসিক চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।**

**শিক্ষা মনোবিজ্ঞানকে সমন্বয়ী বিজ্ঞান বলা হয় করণ:-** সমন্বয় বিজ্ঞান (ECLECTIC SCIENCE) কিন্তু কোন ধারনা বা স্বীকার্য নয়, এটি কোন দৃষ্টান্ত ভিত্তিক বা উদারন ভিত্তিক তথ্য নয়; এটি হলো অনেকগুলি সূত্র বা ধারনা যা কোন একটি বিষয়ে বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ